ভ্যাপিং সম্পর্কিত তথ্য

প্রায়ই 'ভ্যাপ' বলা হয় এমন ইলেকট্রনিক সিগারেট বা ই-সিগারেট হল ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেগুলো ফুসফুসে বাষ্পীভূত তরল সরবরাহ করার জন্য তৈরি করা হয়। অনেক ধরনের ভ্যাপ রয়েছে এবং এগুলোকে শনাক্ত করা কঠিন হতে পারে।

ভ্যাপের প্রধান উপাদান হল প্রপাইলিন গ্লাইকল, উদ্ভিজ্জ গ্লিসারিন কিংবা গ্লিসারল, এবং প্রায়ই এগুলোতে নিকোটিন, গন্ধ এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। ভ্যাপে এমন কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান থাকতে পারে যেগুলো প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে না।

ভ্যাপ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় ভুল ধারণাটি হল এগুলো সিগারেটের তুলনায় কম ক্ষতিকর। এটি সত্য নয়। ***ভ্যাপ নিরাপদ নয়।***

আপনারা কি জানেন তারা কী নিচ্ছে?

অনেক ভ্যাপেই নিকোটিন থাকে যার কারণে এগুলো ***খুবই আসক্তিকর*** হয়

১ টি ভ্যাপের নিকোটিনের পরিমান ***= ৫০ টি সিগারেট***

তরুণদের মধ্যে যারা ভ্যাপ নেয় তাদের ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ***৩ গুন*** বেশী

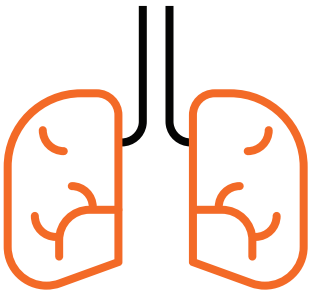

ভ্যাপিং এর সাথে ***ফুসফুসের গুরুতর রোগের*** যোগসূত্র পাওয়া গেছে

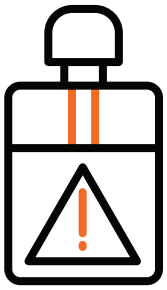

ক্লিনিং সামগ্রী, নেইল পলিশ রিমুভার, আগাছা নাশক এবং কীটপতঙ্গ নাশক স্প্রেতে থাকে এমন ***ক্ষতিকর রাসায়নিক*** পদার্থ ভ্যাপগুলোতেও থাকতে পারে

ভ্যাপ বিভিন্ন ডিজাইন এবং স্টাইলের হয় এবং এগুলো ***লুকিয়ে রাখা সহজ*** হতে পারে

NSW GOVERNMENT

আপনারা কি জানেন তারা কী নিচ্ছে?

health.nsw.gov.au/vaping ওয়েবসাইট থেকে প্রমাণ* এবং তথ্যাদি জেনে নিন

*সবগুলো বিবৃতির জন্যই প্রমাণ রয়েছে যা আমাদের ওয়েবসাইটে পাবেন।